# একজন মেথরের জবানবন্দী

*- ওয়াসিম সাঈদ দীপু*

পরদেশী - আমার নাম;
যদিও বাপ-ঠাকুর্দা চোদ্দ পুরুষ ধরে আমরা জাতে মেথর,
তবু আপনাদের সম্মুখে দু-চারটি কথা বলবো বলে,
বহু কষ্টে শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করেছি।

আমি ঢাকা পৌরসভার বেতনভূক্ত সুইপার,
জীবিকার তাগিদে,
প্রতিদিন ভোর হবার অনেক আগেই
          বেরিয়ে পড়তে হয়।
রাত্রির শেষ প্রহরে
          সোহাগী বধুর উষ্ণতা উপেক্ষা করে
আমি নেমে আসি
          অন্ধকার রাজপথে,
          তিলোত্তমা ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে,
                    আনাচে-কানাচে,
                    বাজারে-ভাগাড়ে।
আপনাদের গু-মুত, উচ্ছিষ্ট,
তরকারীর খোসা, মাছের নাড়ি-ভুড়ি -
          সব দু'হাতে তুলে নিই;
একটুও ঘেন্না হয় না আমার,
এযে বংশগত পেশা!

পূবের আসমানে সোনার ফুলকি
ছড়াবার আগে আগেই

আপনাদের ফেলে দেয়া আবর্জনা
প্রানপনে সরিয়ে ফেলি।
আমি একা নই,
পৌরসভার ট্রাকে আমার সঙ্গে আমার মতই
আরো কজন জাত মেথর -
ভরত, লাড়ু, কিষান।

আমরা যে কেবল আবর্জনাই পরিষ্কার করি-
তা নয়।
একদিন হলো কি জানেন?
সালটা ১৯৭১, দিনটা ২৭ মার্চ;
গ্যালো দু'রাতের গোলাগুলির শব্দে
একটুও ঘুমোতে পারিনি।
আমাদের মেথর পাড়ার কেউই
গত দু'দিন কাজে যেতে পারেনি।

ঢাকা শহরে কী হয়েছে বা হচ্ছে-
তার কিছুই আমরা জানিনা।
শুধু কানে আসছে গোলাবারুদের গর্জণ,
আর অসহায় মানুষের গগণ ফাটানো আর্তনাদ।
রক্ত হিম করা এক আতঙ্ক বুকে নিয়ে
ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত
আটকা পড়ে আছি আমরা;
আর মা-দূর্গার নাম জপছি অনিবার-
দূর্গা-দূর্গা, রক্ষে করো মা, রক্ষে করো।

২৭ তারিখ সকাল বেলায়
গোলাগুলির শব্দ কিছুটা নেতিয়ে পড়েছে।

আমার দু'চোখে তখন রাজ্যের ঘুম।
আধো তন্দ্রার মাঝে
হঠাৎ শুনতে পেলাম-
কে যেন আমায় তারস্বরে ডাকছে-
পরদেশী, পরদেশী।

বাঘের গর্জণের মত সে শব্দে
আমার আর আমার স্ত্রীর বুকটা
ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলো।
বেরিয়ে এসে দেখি-
পৌরসভার কয়েকজন গণ্যমান্য অফিসার
অভুক্ত কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করছে।
ভয়ে জীর্ণ হয়ে
আমি, লাড়ু, ভরত, কিষান
মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।
প্রশাষনিক অফিসার ইদ্রীস সাহেব
দু'চারটি বিশ্রী গালাগালির পর
হুকুম দিলেন-
ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে,
মর্গে, রাস্তা-ঘাটে, মন্দিরে, মসজিদে
অসংখ্য নেমকহারাম বাঙ্গালীর
লাশ পড়ে আছে।
অবিলম্বে সেইসব মৃতদেহ
পৌরসভার ময়লার ট্রাকে তুলে নিয়ে
ধলপুর ময়লার ডিপোতে গিয়ে
ফেলে দিয়ে আসতে হবে।
রাম-রাম; হুকুম শুনে আমাদের শরীর শিউরে উঠলো।
তবে মতামত জানাবার উপায় নেই,

তাই ট্রাকে চেপে বসলাম।

মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরে গিয়ে দেখি
বিভিন্ন বয়েসী মানুষের অসংখ্য মৃতদেহ।
বেশির ভাগেরই বুক-পিঠ
মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁঝড়া।

লম্বা টেবিলটির উপরে দেখলাম-
নোংরা চাদর দিয়ে ঢাকা একটি মৃতদেহ,
চাদর সরাতেই আমার সমস্ত শরীর
থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো;
লক্ষী প্রতিমার মত রুপসী
এক ষোড়শীর উলঙ্গ লাশ।
পাকবাহিনীরা এই দেবীপ্রতিমার
মত সুন্দরী মেয়েটির সোনার অঙ্গ নিয়ে
কোন পাশবিক উৎসবে মেতে উঠেছিল-
তার চিহ্ন, মেয়েটির সর্বাঙ্গে স্পষ্ট।
হয়তো প্রথমে ধর্ষণ,
তারপর হত্যা,
এবং অবশেষে বুক ও নিতম্বের মাংস
কেটে ফেলা হয়েছে তার।
কী বিভৎস সে শরীর!
তবু মায়া হরিণীর মত দুটি চোখ
তখনও তার রাজেন্দ্রাণী রুপের দ্বীপ্তি ছড়াচ্ছে।
যেন সহস্র নক্ষত্রের সমষ্টিগত দীপাবলি ঐ চোখে।

আমি আমার দু'চোখের জল
আর আটকে রাখতে পারলাম না।

অতি সম্ভ্রমের সাথে
তাঁর দেহটিকে তুলে দিলাম ময়লার ট্রাকে।
তেমনি শ্রদ্ধার সাথে,
যেমনি, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে দূর্গা বিসর্জণকালে।

এরপর দফায় দফায়
ট্রাক নিয়ে ছুটলাম ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে-
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য ছাত্রের লাশ,
বাসভবনের সিঁড়ির গোড়া থেকে
অধ্যাপকের লাশ,
রোকেয়া হল থেকে বিবস্ত্রা ছাত্রীদের লাশ,
জগন্নাথ হল থেকে
তাজা তাজা তরুণদের রক্তমাখা নিস্পন্দ শরীর,
রমনা কালিবাড়ী মন্দির থেকে
চোদ্দটি দগ্ধ কয়লার মত মৃতদেহ,
নদীর পাড় থেকে
খুলি ভেঙ্গে মগজ বেরিয়ে আসা এক বৃদ্ধের লাশ,

শাঁখারী বাজার, পানিটোলা,
লক্ষীবাজার, সোয়ারিঘাট,
বাসাবো, আজিমপুর, রাজারবাগ.........
এমনি অনেক আনাচে-কানাচে
পড়ে থাকা শত-সহস্র মৃতদেহ পৌরসভার ট্রাকে তুলে নিয়ে
ধলপুর ময়লার ডিপোতে
বড় বড় গর্ত খুঁড়ে আমরা - মেথরেরা
গণকবর দিয়েছি।

গোরস্থানের আগরবাতি, গোলাপজল

কীংবা চিতায় পোড়া ঘি-চন্দনের সুবাস
এদের কপালে জুটলো না।
মহাপ্রস্থানের ক্ষণে-
কোন মৌলবী সাহেব কলেমা শাহাদাত পড়লো না,
কোন ব্রাহ্মন পুরোহিত হরি-নাম ডাকলো না,
বাঁশ, চাটাই আর মুঠো ভরা মাটি নিয়ে
এদের কবর ঢাকতে কেউ এলো না।
সমাজের অত্যন্ত নিম্নশ্রেণী- মেথর
আপনাদের গু-মুত, উচ্ছিষ্ট চাপা দিয়ে
তাদের শেষকৃত্য রচনা করলো।
হায় ভগবান!

আজ, যুদ্ধের অনেক বছর পর
আমি যখন ধলপুর ময়লার ডিপোতে যাই,
কে বাংলাদেশের জনক?
কে স্বাধীনতার ঘোষক?
সেইসব তত্ত্বকথার ফুলঝুড়ি,
সেইসব চাপিয়ে দেয়া অহেতুক ইতিহাস,
আমায় বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না।
শুধু আমার সজল সন্ধানী দৃষ্টি
নোংরা আবর্জনার মাঝে খুঁজে বেড়ায়
সেই মায়া-হরিনীর মত দুটি চোখ,
লক্ষ্মী প্রতিমার মত রুপসীদের উলঙ্গ মৃতদেহ,
আর শত-সহস্র ভাই-বোনদের
বুক-পিঠ ঝাঁঝড়া হয়ে যাওয়া লাশ।

পাঠ্যবই কীংবা ইতিহাসের পাতায়
নেতা-নেত্রীদের ভারী ভারী নামের ভীড়ে

এঁদের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু জেনে রাখুন,
ধলপুর ময়লার ডিপোতে যে নীরিহ মানুষদের
আমরা- মেথরেরা আবর্জনা চাপা দিয়ে গণকবর দিয়েছি;
তাঁদের ত্যাগের সম্মানার্থে,
তাঁদের স্মৃতির স্বরণার্থে,
সেখানে কোন স্মৃতিফলক নাই বা থাকুক;

তবু-
শত-সহস্র মুক্তিযোদ্ধাদের মত,
অগনিত নেতা-নেত্রীদের মত,
বীরাঙ্গনা গুরুদাসী আর সখিনাদের মত,
তাঁদের ত্যাগও দারুণ সত্য।

সত্যেন ধার্যতে পৃথি,
সত্যেন তাপতে রবি,
সত্যেন বাতি বায়ুশ্চঃ,
সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম।

(হুমায়ুন আহমেদ-এর জোছনা ও জননীর গল্প পড়া শেষ করে সত্য ঘটনা সম্বলিত এ কবিতাটি লিখেছিলাম। কবিতার মূল চরিত্র পরদেশী ছিলেন একজন ডোম। কবিতার খাতিরে অনেক কাল্পনিক বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল ঘটনার সঙ্গে কিছুটা প্রাসঙ্গিক কাল্পনিক বিষয় সংযোজন করা কবিদের একটি অধিকার। আশা করছি পাঠক নিশ্চই তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।)